শিফোরা লেডিস বিউটি পার্লার

গোলবাজার, (কংগ্রেস ভবনের বিপরীত গলিতে, দুধের ডিপোর আগে), অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

এখানে মেক আপ, হেয়ার, স্কিন-এর সব কাজ যত্ন নিয়ে করা হয়।

ফোন : 6296011219

গ্রামবাংলার খবর

সংবাদ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩

পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা,
শুভানুধ্যায়ীদের
জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা
ও
অভিনন্দন।

www.grambanglarkhabar.com grambanglarkhabar বর্ষ - ২৬ ❑ সংখ্যা: ১-২ ❑ ৫-২০ মার্চ-এপ্রিল ২০২৬ ❑ ৬ বৈশাখ ১৪৩৩ মূল্য ঃ ৫ টাকা

ভোটযুদ্ধ : লড়াই হবে তৃণমূল, বিজেপি ও বাম জোট প্রার্থীর মধ্যে, মত রাজনৈতিক মহলের

নারায়ণ গোস্বামী

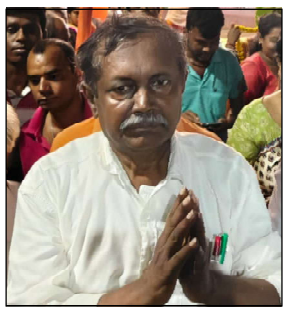

ডাঃ সুময় হীরা

তাপস ব্যানার্জী

অংশুমান রায়

তারক দাস

তারকেশ্বর হাওলাদার

বিক্রম পাল : উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর একটি গুরুত্বপূর্ণ ছোট শহর। এটি বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের আওতায় রয়েছে পুরো অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা এবং হাবড়া-২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। শহর ও গ্রামের মিশেলে গড়ে ওঠা এই বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট। অশোকনগর কল্যাণগড়ের ইতিহাসও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ঘাঁটি ছিল। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য এই এলাকায় টাউনশিপ গড়ে তোলা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৮ সালে এখানে তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হওয়ায় অশোকনগর নতুন করে শিরোনামে আসে। ওএনজিসি এখনও এখানে খনন ও উৎপাদন বাড়ানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৬৭ সালে গঠিত হওয়ার পর এই আসনে মোট ১৫টি নির্বাচন হয়েছে। দীর্ঘদিন বামফ্রন্টের দাপট ছিল এখানে। সিপিএম আটবার এবং সিপিআই দু'বার এই আসন জিতেছে। ২০১১ সাল থেকে পরিস্থিতি বদলায় এবং টানা তিনবার জিতে এই আসন নিজেদের দখলে রাখে তৃণমূল কংগ্রেস। ১৯৯৯ সালের উপনির্বাচনে একবার বিজেপি জয়ী হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে অশোকনগর প্রথম বিধানসভা যেটি বিজেপি জয় লাভ করে। যা তাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। তৃণমূল কংগ্রেস ২০০১ ও ২০০৬ সালে দ্বিতীয়

স্থানে থাকলেও ২০১১ সালে প্রথমবার জয় পায়। ধীমান রায় সে বছর সিপিএমের সত্যসেবী করকে প্রায় ২৭ হাজার ভোটে হারান। ২০১৬ সালেও তিনি জয় ধরে রাখেন। ২০২১ সালে তৃণমূলের প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামী বিজেপির তনুজা চক্রবর্তীকে প্রায় ২৩ হাজার ভোটে পরাজিত করেন। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেও তৃণমূলের দাপট দেখা গেছে।

২০০৯ ও ২০১৪ সালে তারা ফরওয়ার্ড ব্লককে বড় ব্যবধানে হারায়। তবে বামেদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজেপি ধীরে ধীরে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসে। ২০১৯ ও ২০২৪ সালে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও ব্যবধান কমেছে, যা ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভোটার গঠনের দিক থেকেও এই আসনটি বেশ বৈচিত্র্যময়। ২০২৪ সালে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ২.৬৬ লক্ষ। এর মধ্যে শহুরে ভোটার প্রায় ৫২.৯৩ শতাংশ এবং গ্রামীণ ভোটার ৪৭.০৭ শতাংশ। মুসলিম ভোটার প্রায় ২৭.৮০ শতাংশ, তফসিলি জাতি ২১.২১ শতাংশ এবং তফসিলি জনজাতি ১.৫৮ শতাংশ। ফলে কোনও একক ভোটব্যাঙ্ক নয়, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটই এখানে ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। ভোটদানের হারও

দুই পাতায়

হাবড়ায় তৃণমূলের হাতিয়ার 'উন্নয়ন', আর 'দুর্নীতি' অস্ত্রে প্রচার বিজেপির

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

দেবদাস মণ্ডল

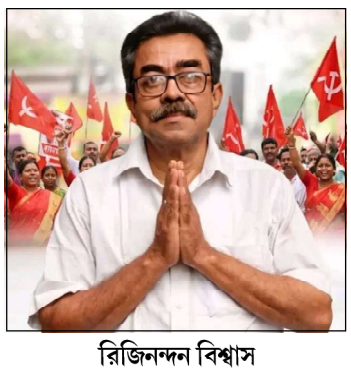

রিজিনন্দন বিশ্বাস

আশিস কুমার ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হাবড়া একটি উল্লেখযোগ্য বিধানসভা কেন্দ্র। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রে কংগ্রেস রাজ ছিল। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এখানকার বিধায়ক ছিলেন তরুণ তুর্কি তরুণকান্তি ঘোষ। মাঝে ১৯৬৭ সলে জয়তী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় জিতেছিলেন এই কেন্দ্রে। ডা: বিধান চন্দ্র রায় থেকে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য তরুণকান্তি ঘোষের হাত দিয়ে সেই সময় হাবড়ার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। হাবড়ার

প্রণব ভট্টাচার্য

বহু স্কুল কলেজ-সহ কল্যাণী স্পিনিং মিল তরুণ বাবুর আমলেই তৈরি। এজন্য

প্রবোধ সরকার

তরুণকান্তি ঘোষকে অনেকেই হাবড়ার

দুই পাতায়

খাগ

গ্রামবাংলার খবর-এর উদ্যোগ

khag.grambanglarkhabar.com

গ্রামবাংলার খবর-এর উদ্যোগে তৈরি খাগ একটি অনলাইন বাংলা সাহিত্য মঞ্চ, যেখানে যে কেউ নিজের লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ কিংবা উপন্যাস প্রকাশ করতে পারেন। নতুন লেখক থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ সাহিত্যপ্রেমী; সবাই এখানে তাদের সৃজনশীলতা ভাগ করে নিতে পারেন পাঠকদের সঙ্গে। খাগের লক্ষ্য একটাই; বাংলা সাহিত্যের জন্য একটি উন্মুক্ত ও প্রাণবন্ত আড্ডাখানা গড়ে তোলা, যেখানে শব্দের জগতে সবাই সমানভাবে অংশ নিতে পারেন।

গ্রামবাংলার খবর
বর্ষ - ২৬ সংখ্যা - ১-২
৬ বৈশাখ ১৪৩৩

এ কোন গণতন্ত্র !

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষকে আতঙ্কের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অতীতেও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ নাকাল হননি। ওই সংশোধন প্রক্রিয়ায় মৃত ভোটার ও স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়া ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। স্বাভাবিক এই সংশোধনী। অথচ, এবার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া একেবারেই আলাদা। এবার নির্বাচন কমিশনের অভিপ্রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায় সংশোধন তালিকা প্রকাশের পরই। কমিশন ২০০২ এর তালিকাকে ধরে কাজ শুরু করলেও নাম বাদ যায় বিপুল সংখ্যক মানুষের। ২০০২ এর তালিকায় নাম থাকার পরও বহু মানুষের নাম বাদ যাওয়ায় আতঙ্কের মুখে পড়েন তাঁরা। অন্যদিকে, স্বল্প সময়ে কাজ শেষ করার সময়সীমা থাকায় অত্যধিক চাপের মুখে কমিশন নিযুক্ত বিএলও ও অন্যান্য বহু কর্মীর মৃত্যু হয়। তাঁদের অনেকেই আত্মহত্যা করেন বা অসুস্থ হয়ে মারা যান। প্রায় ২০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

কমিশন লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি বা যৌক্তিক অসঙ্গতির উল্লেখ করে ঝুলিয়ে রাখে বহু মানুষকে। বারবার শুনানিতে ডাকা হয় তাঁদের। নথিপত্র থাকার পরও বহু মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয় বিচারাধীন তালিকায়। দেখা যায়, ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া অধিকাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বা দলিত, আদিবাসী প্রান্তিক মানুষ এবং মহিলা। রুজি-রুটি নিয়ে নাজেহাল অগণিত মানুষ ক্রমাগত লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। বিচারাধীন তালিকা যাচাইয়ের পর নাম বাদ যাওয়া এক বড় অংশের মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয় ট্রাইবুনালে। ২০২৪ এ যে ভোটাররা সরকার নির্বাচিত করেন, তাঁদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা নিয়েও প্রশ্ন তোলে বিভিন্ন মহল। আর সরকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, তাঁর 'এককোটি রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী' খোঁজা ভাষ্যে। পাশাপাশি, ভোটের প্রচারে 'ঘুসপেটিয়া' বা অনুপ্রবেশকারী আখ্যান (ন্যারেটিভ) তুলে ধরে তাতে মান্যতা দেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্য শীর্ষ নেতারা। ডিটেনশন ক্যাম্পের আওয়াজ তোলার পাশাপাশি দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দিচ্ছেন তাঁরা। এক নেতা তো বাদ যাওয়া মানুষদের 'দেশদ্রোহী' বলে উল্লেখ করেছেন।

কয়েক পুরুষ ধরে এদেশে বসবাসের পরও বহু মানুষের নাম বাদ যাওয়া এবং দিনের পর দিন ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে নাকাল হওয়া মানুষের আতঙ্ক বাড়িয়ে তুলছে ভোটের প্রচারে নেতানেত্রীদের নানান ভাষ্য। এইসব মানুষের অনেকেই ভোটাধিকার না থাকলে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নেবেন বলে ঘোষণা করতে শুরু করেছেন। অপমানে আতঙ্কে একাধিক মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যাবার ঘটনার মতো মর্মান্তিক খবরও রয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালত শেষ পর্যন্ত রায় দিয়েছে যে, ট্রাইবুনালে আবেদনের পর ভোটের দুদিন আগে নিশ্চিত হওয়া ভোটারও ভোট দানের সুযোগ পাবেন। এই আবহেই ভোটের প্রচারে মেতে উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। আর অন্যদিকে প্রায় ৬০ লাখ নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সাধারণ জনগণকে গত কয়েক মাস ধরে হয়রানি করে গণতন্ত্রের উৎসব 'নির্বাচন' হতে যাচ্ছে এ রাজ্যে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এ কোন গণতন্ত্র !

সরকারের সমালোচনা সরিয়ে ফেলার আদেশ 'স্বেচ্ছাচারী' ও 'অসাংবিধানিক' : পিসিআই

সংবাদদাতা : সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সরকারের সমালোচনা করা বিষয়বস্তু (কনটেন্ট)-কে লক্ষ্য করে জারি করা একাধিক টেকডাউন আদেশের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া (পিসিআই)। ওইসব টেকডাউন আদেশে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ব্লক করা হয়েছে বা তাদের বিষয়বস্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১ এপ্রিল বুধবার এক বিবৃতিতে, পিসিআই এই পদক্ষেপকে 'স্বেচ্ছাচারী এবং সংবিধান লঙ্ঘনকারী' বলে উল্লেখ করেছে।

ওই বিবৃতিতে পিসিআই বলেছে, 'অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক)-এর অনুসারে বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকে অস্বীকারের সমতুল্য এই পদক্ষেপ। যেমন, সুপ্রিম কোর্ট শ্রেয়া সিংঘল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় রায় দিয়েছে, যেখানে সাংবিধানিক বিধিনিষেধের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সংযোগের অভাব এবং ভীতিপ্রদ প্রভাব সৃষ্টির কারণে যথেচ্ছ অনলাইন সেন্সরশিপকে সক্ষম করে এমন অস্পষ্ট বিধান বাতিল করে দিয়েছে আদালত।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, গত কয়েকদিনে ফ্যাক্ট-চেকার মোহাম্মদ জুবায়ের এবং সংবাদমাধ্যম মলিটিক্স ও ন্যাশনাল দস্তককে লক্ষ্য করে ফেসবুক এবং এক্স (পূর্বের টুইটার)-এর বিরুদ্ধে নতুন করে টেকডাউন আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, এর আগে মার্চ মাসে ফোর পিএম নিউজের ইউটিউব অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছিল। 'সম্প্রতি, ফেসবুকে মলিটিক্স, ন্যাশনাল দস্তক (১.৪ মিলিয়নেরও বেশি ফলোয়ার সহ) এবং ব্যঙ্গশিল্পী রাজীব নিগমের পেজগুলি আইটি আইনের অধীনে টেকডাউন অনুরোধের পর ভারতে ব্লক করা হয়েছে, যেখানে ভারতীয় আইন লঙ্ঘনের কারণে বিষয়বস্তু সরানো

PRESS CLUB OF INDIA
1, Raisina Road, New Delhi - 110 001, INDIA
Email:- pressclubofindia1@gmail.com. Web: presscubofindia.org
Phone 23719844
23730248
23357048

Ref No...............

Date: - 01.04.2026

PRESS RELEASE

Govt's Social Media Take downs Arbitrary, Violate Free Speech

The Press Club of India expresses grave concern over the recent spate of takedown orders issued across social media platforms targeting content critical of the government, where creators have been blocked or their material removed.

Such executive actions amount to a denial of the fundamental right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), as ruled by the Supreme Court in Shreya Singhal vs Union of India, where the court struck down vague provisions enabling arbitrary online censorship for lacking precise nexus to constitutional restrictions and creating a chilling effect.

In the last few days, authorities have issued fresh takedown orders to Facebook and X (formerly Twitter), targeting fact-checker Mohammed Zubair and news outlets Molitics and National Dastak. Earlier, in March, the YouTube account of 4PM News had been blocked. More recently, on Facebook, pages of Molitics, National Dastak (with over 1.4 million followers), and satirist Rajeev Nigam were blocked in India following takedown requests under the IT Act, displaying notices that content was removed due to violations of Indian laws.

On X, Zubair reportedly received notification that multiple posts were blocked nationwide per a Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) order under Section 69A, though the specific content wasn't detailed. This wave of actions continues a pattern against critical voices, with National Dastak previously facing YouTube restrictions blamed on tax authorities.

The PCI Managing Committee strongly opposes these instances of blatant executive overreach and demands that the authorities respect citizens' and journalists' fundamental right to freedom of speech and expression enshrined in and protected by Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. The opacity in the process (with no reasons provided for the takedown requests) makes this online censorship both arbitrary and violative of the Constitution.

Managing Committee

হয়েছে বলে নোটিশ দেখানো হয়েছে।' পিসিআই জানিয়েছে, 'এক্স-এ জুবায়ের একটি নোটিফিকেশন পান যে, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ধারা ৬৯এ-এর আদেশে দেশব্যাপী একাধিক পোস্ট ব্লক করা হয়েছে, যদিও এর নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বিস্তারিত জানানো হয়নি।'

বিবৃতিতে পিসিআই আরও বলেছে যে, সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক কার্যকলাপেরই অংশ এইসব পদক্ষেপ। এতে আরও বলা হয়, এর আগেও আয়কর দপ্তরের কারণে ন্যাশনাল দস্তক ইউটিউব নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছিল। এছাড়াও পিসিআই-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পিসিআই ম্যানেজিং কমিটি এই নির্লজ্জ ক্ষমতার অপব্যবহারের তীব্র বিরোধিতা করছে এবং দাবি জানাচ্ছে যে, কর্তৃপক্ষ যেন ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারায় অন্তর্ভুক্ত ও সুরক্ষিত নাগরিক এবং সাংবাদিকদের বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকে সম্মান করে। এই প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা (টেকডাউন অনুরোধের জন্য কোনও কারণ না জানানো) এই অনলাইন সেন্সরশিপকে স্বেচ্ছাচারী এবং সংবিধান লঙ্ঘনকারী করে তুলেছে।'

উল্লেখ্য, ৩০ মার্চ, কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক (MeitY) 'তথ্য প্রযুক্তি (মধ্যস্থতাকারী নির্দেশিকা এবং ডিজিটাল মিডিয়া নীতিমালা) বিধিমালা, ২০২১'-এর প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রকাশ করেছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী, প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের তৈরি সোশ্যাল মিডিয়ার খবর ব্লক করা হবে। এই পদক্ষেপকে বিভিন্ন অধিকার গোষ্ঠী 'ডিজিটাল স্বৈরাচার' বলে উল্লেখ করেছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোর লক্ষ্য হলো বছরের পর বছর ধরে চলমান একটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, যার মাধ্যমে কার্যকরভাবে একটি ডিজিটাল সেন্সরশিপ শাসনব্যবস্থা সুসংহত করা যাবে।

সূত্র : দ্য ওয়ার ডট ইন

লড়াই হবে তৃণমূল, বিজেপি ও বাম জোট প্রার্থীর মধ্যে

এক পাতার পর

যথেষ্ট ভালো। ২০১১ সালে ৮৮.৩১ শতাংশ ভোট পড়েছিল, যা ধীরে ধীরে কিছুটা কমে ২০২৪ সালে দাঁড়ায় ৮২.৬৬ শতাংশে। তবুও এই হার রাজ্যের গড়ের তুলনায় বেশ উঁচু।

অর্থনীতি ও ভৌগোলিক দিক থেকে অশোকনগর একটি মিশ্র চরিত্রের এলাকা। কৃষি, ছোট শিল্প, খুচরো ব্যবসার পাশাপাশি এখন তেল উৎপাদনও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। কলকাতা ও বারাসতের সঙ্গে রেল ও সড়ক যোগাযোগ ভালো হওয়ায় এই এলাকা দ্রুত উন্নয়নশীল। সব মিলিয়ে, অশোকনগর এখন একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনে পরিণত হয়েছে। বামফ্রন্ট প্রান্তিক হয়ে পড়লেও বিজেপি দ্রুত শক্তি বাড়িয়েছে এবং তৃণমূলের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়েছে। ২০২৬ সালের নির্বাচনে এখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল, যেখানে সামান্য ভোটের ওঠানামাই ফল নির্ধারণ করতে পারে।

এবার নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামী, বিজেপি প্রার্থী ডা: সুময় হীরা, বামফ্রন্ট ও আইএসএফ জোটের প্রার্থী আইএসএফ-এর তাপস ব্যানার্জি, কংগ্রেসের প্রার্থী অংশুমান রায়, এসইউসিআই প্রার্থী তারক দাস, বিএসপি প্রার্থী তারকেশ্বর হাওলাদার এবং তিনজন নির্দল প্রার্থী। যদিও রাজনৈতিক মহলের অনুমান, এই কেন্দ্রে তৃণমূল, বিজেপি ও বাম জোট প্রার্থীর মধ্যেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। অন্যান্য প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য ভোট পাবেন না। ত্রিমুখী লড়াইয়ে এই কেন্দ্রে কোন প্রার্থী জয়ী হবে, তা জানা যাবে ফল প্রকাশের পর।

হাবড়ায় তৃণমূলের হাতিয়ার 'উন্নয়ন', আর 'দুর্নীতি' অস্ত্রে প্রচার বিজেপির

এক পাতার পর

রূপকার বলতেন। ১৯৭৭ সালে রাজনৈতিক পালা বদলের পর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর এখানে সিপিএমের বিধায়ক ছিলেন। মাঝে একবার ২০০১ সালে এই কেন্দ্রে প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তপতী দত্ত সিপিএমের হেভিওয়েট প্রার্থী অমিতাভ নন্দীকে হারিয়ে জয়ী হন। বামফ্রন্টের জমানায় ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সিপিএমের বিধায়ক ছিলেন নীরোদ রায় চৌধুরী, ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এখানকার সিপিএম বিধায়ক ছিলেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী কমল সেনগুপ্ত বসু। ১৯৯৬ সালে এখান থেকে বিজয়ী হন সিপিএমের এক রাজ্যস্তরের নেতা বরেন বসু। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকলেও এইসব বিধায়কদের হাবড়ার উন্নয়নের জন্য কোনও পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

২০১১ সালে তৃণমূলের সরকার গঠিত হলে হাবড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দীর্ঘ চার দশক পর হাবড়ার মানুষ আবার একজন মন্ত্রী পেয়ে যায়। ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পরপর তিনবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। এর আগে ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি গাইঘাটার বিধায়ক ছিলেন। জ্যোতিপ্রিয়র হাত ধরে তৃণমূল সরকারের আমলে হাবড়ার মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। হাবড়া শহরের রাস্তাঘাট, জল, আলো, স্কুল কলেজ, হাসপাতালের চেহারা পাল্টে গেছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের তৎপরতায়। যানজট সমস্যার আংশিক সমাধান, মানুষের নিরাপত্তা, হাবড়া থানার আধুনিকীকরণ সবটাই জ্যোতিপ্রিয়র পরিকল্পনার রূপদান। ২০২১ সালের নির্বাচনে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রবল বিজেপি হাওয়ার আবহে জ্যোতিপ্রিয়র বিরুদ্ধে বিজেপি ওদের রাজ্য নেতা রাহুল সিনহাকে প্রার্থী করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হয়নি এবং হাবড়ায় রাহুল সিনহাও পরাজিত হন। জ্যোতিপ্রিয় জিতে খাদ্যমন্ত্রীর পরিবর্তে বনদপ্তরের দায়িত্ব পান। যদিও রেশন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয়কে ১৪ মাস জেলে কাটাতে হয়। এবারেও এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী সেই জ্যোতিপ্রিয়। যদিও তিনি এবার ভোটে কেন্দ্র বদল করতে চেয়েছিলেন, তবুও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির স্নেহধন্য জ্যোতিপ্রিয় (বালু) আবারও হাবড়ারই প্রার্থী। হাবড়ায় নির্বাচনী প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাঁর স্নেহধন্য বালুর কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জ্যোতিপ্রিয়র বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী একদা সহকর্মী বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল। সিপিএম অবশ্য এবারও তাদের প্রার্থী করেছে গতবারের পরাজিত প্রার্থী ঋজিনন্দন বিশ্বাসকে। আছে কংগ্রেস প্রার্থী প্রণব ভট্টাচার্য এবং এসইউসির প্রবোধ সরকার। যদিও এইসব প্রার্থীদের জামানত রক্ষা করাই কঠিন, তবুও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেবদাস বনাম জ্যোতিপ্রিয়ই। দেবদাস-এর মূল স্লোগান চোর হটাও আর জ্যোতিপ্রিয়র বিগত ১৫ বছরের কর্মযজ্ঞের খতিয়ান। যদিও যানজট সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। হাবড়ার যানজট সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় উড়ালপুল হলেও তা নির্মাণ নিয়ে এখনও কোনও পক্ষই কোনও কথা বলছে না। ভোট এগিয়ে আসছে আর ক্রমশ রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়ে চলেছে। এবার জ্যোতিপ্রিয় এই আসন দখলে রাখতে পারবেন কিনা তা সময়ই বলবে।

এসআইআর-এ বিপুলসংখ্যক নাম বাদের পর বাংলায় নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না, বলল তিন ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়

সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া পরিচালনার সমালোচনা করেছে দেশের শীর্ষ তিনটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়। গত ১০ এপ্রিল তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনার সমালোচনা করেছে। এই প্রক্রিয়ায় ৯০ লক্ষেরও বেশি মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং আরও ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন থাকায় তাঁরা আসন্ন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না। ওইসব সম্পাদকীয়তে নির্বাচন কমিশনের এই উদ্বেগজনক পদক্ষেপ এবং বিপুলসংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার পর পরিচালিত একটি নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 'হিন্দুস্তান টাইমস'। 'দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা সত্ত্বেও একটি নবীন রাষ্ট্র ১৯৫১-৫২ সালে বিশ্বকে দেখিয়েছিল যে, তারা কেবল প্রত্যেক নাগরিকের ভোটকে সমানভাবে মূল্যায়ন করতেই সফল নয়, বরং এক বিশাল ও বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ডে নির্বাচনের একটি স্বতন্ত্র মডেলও প্রতিষ্ঠা করতে পারে।' এই সংবাদপত্র বলেছে যে, ভারতীয় গণতন্ত্রের গভীর শিকড়ের যে কৃতিত্ব, তার একটি বড় অংশ নির্বাচন কমিশনের। আর একারণেই এই নির্বাচন সংস্থার বর্তমান কার্যকলাপ 'অনেক বেশি উদ্বেগজনক'। 'ভারতে, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য দায়বদ্ধ শাসন বিভাগ। অতীতে কিছু বিতর্ক থাকলেও, মূলত দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ করে টিএন সেশানের প্রবর্তিত ব্যাপক সংস্কারের পর তা করতে পেরেছে। প্ররোচনা যতই থাক না কেন, একের পর এক বিতর্কের মাধ্যমে এর সুনাম ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। কমিশনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ পক্ষপাতিত্বের একটি ধারণা তৈরি করার হুমকি দিচ্ছে। এই হুমকি দেশের আরও অনেক প্রতিষ্ঠানকে কলঙ্কিত করেছে। এর পরিবর্তে, নির্বাচন কমিশনের উচিত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে তার সুপ্রতিষ্ঠিত সুনাম রক্ষা করার লক্ষ্যে কাজ করা।' বিহারের এসআইআর-ও বিতর্কিত ছিল। আর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রক্রিয়ার ফলে ব্যাপক বঞ্চনা ও ভোটাধিকার হরণ ঘটেছে। অন্যান্য রাজ্যের চিত্র ভিন্ন হলেও পশ্চিমবঙ্গে ৬০ লাখ ভোটারকে একটি দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ৬০ লাখের মধ্যে প্রায় ৩২.৬৮ লাখকে যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২৭.১৬ লাখকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সংশোধনের আগের মোট সংখ্যার তুলনায় মোট ভোটার সংখ্যা ১১.৬১ শতাংশ কমে গেছে। এই ২৭ লাখ মানুষ এখন সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে গঠিত ১৯টি ট্রাইব্যুনালে যাবেন, যেখানে তাদের আবেদনের শুনানি হবে। তবে, ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম দফার এবং ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দফার ভোটের মধ্যে তাদের আবেদনের শুনানি হবে কিনা, সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্ট ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের আবেদনের বিষয়ে রাজ্যের আপিল ট্রাইব্যুনালগুলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি। 'ডেকান হেরাল্ড' তার সম্পাদকীয়তে বলেছে যে, সময়সীমা না থাকায় প্রতিকারের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া শুরু হবে, যা এখনও গতি পায়নি। 'ভোটার তালিকা থেকে লাখ লাখ ভোটারের অনুপস্থিতি নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। এত বড় আকারে বাদ দেওয়ার পর পরিচালিত একটি নির্বাচন সুষ্ঠু বা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। আদালতের ওপরই এই দায়িত্ব বর্তায় যে, তারা হস্তক্ষেপ করে ব্যবস্থাটিকে পুনরায় ঠিক করবে এবং প্রত্যেক নাগরিককে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দেবে'। অন্যদিকে, 'দ্য হিন্দু' তার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেছে যে, বিতর্কিত এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সৃষ্ট ক্ষোভ নির্বাচনী আখ্যানকে শাসনতান্ত্রিক বিষয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা থেকে সরিয়ে পরিচয়গত ইস্যুতে নিয়ে গেছে। এতে বলা হয়েছে, 'এক উদাসীন নির্বাচন কমিশনের গৃহীত মূলত ত্রুটিপূর্ণ গণনা প্রক্রিয়ার কারণে এসআইআর এবং ভোটারদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য যে গুরুভার চাপানো হয়েছে, তা নিয়ে মাঠপর্যায়ের ক্ষোভ এখন নাগরিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে নিজেই একটি নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।' 'এসআইআর নিয়ে অসন্তোষকে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের চক্রান্তের ফল হিসেবে দেখিয়েছে তৃণমূল। অন্যদিকে, বিজেপি এসআইআর-কে ধর্মীয় ভিত্তিতে নির্বাচনকে মেরুকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এখন এমন একটি শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মূলত কৃষিভিত্তিক ও সেবানির্ভর অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান-চালিত শিল্পোন্নয়নকে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় তা নিয়ে, ভোটারদের ধর্মীয় ও ভাষাগত পরিচয় নিয়ে নয়।'

সূত্র : দ্য ওয়ার ডট ইন

ভিন্ন ধারায় বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালন সাংবাদিকের

সংবাদদাতা : ভিন্ন ধারায় বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলেন সাংবাদিক অমর চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবার। সহযোগিতায় সাংবাদিকদের সংগঠন অশোকনগর প্রেস ক্লাব। গত ৩০ মার্চ সোমবার বিকেলে অশোকনগর ৮ নং স্কিম কালিবাড়ি মোড়ের কাছে অশোকনগর প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এমন মৃত্যুবার্ষিকী প্রত্যক্ষ করলেন বহু মানুষ। এদিন প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক অমর চক্রবর্তীর বাবা প্রয়াত সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, অভিনেতা বিমলেন্দু চক্রবর্তীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে যৌথ উদ্যোগে নির্মিত একটি তোরণ-এর উদ্বোধন হয়। এই তোরণ উদ্বোধনের আগে বিমলেন্দু চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান তাঁর পরিবারে সদস্যরা, আগত অতিথিরা এবং সাংবাদিক বন্ধুরা। প্রেস ক্লাব পরিসরে পুলিনকৃষ্ণ দাস স্মৃতি মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অমর চক্রবর্তীর স্বাগত ভাষণের পর ফিতে কেটে বিমলেন্দু চক্রবর্তী স্মৃতি তোরণ-এর উদ্বোধন করেন যমুনামতী সংবাদপত্রের সম্পাদক সরোজকান্তি চক্রবর্তী ও প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রলয় কুমার দত্ত। সঙ্গে ছিলেন বিমলেন্দু চক্রবর্তীর স্ত্রী পদ্মা চক্রবর্তী, দাদা হরেন্দনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, সাংবাদিক অমর চক্রবর্তী অশোকনগর প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং বর্তমানে যুগ্ম সম্পাদক। এদিন বাবার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে 'স্মৃতি তোরণ' উদ্বোধনের পাশাপাশি দুস্থ চারজন আদিবাসী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সামগ্রী উপহার দেন তিনি। তাঁর পরিবারের পক্ষে এই উপহার তুলে দেন বিমলেন্দু চক্রবর্তীর দাদা হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হিমাংশু দাস, সরোজকান্তি চক্রবর্তী প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন বিমলেন্দু চক্রবর্তীর ছোট ছেলে সমর চক্রবর্তী, প্রেস ক্লাবের অন্যতম সদস্য সুদিন গোলদার, নন্দিনী পাল প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অঙ্গীকার সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বিমলেন্দু চক্রবর্তীর দাদা হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রেস ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা হিমাংশু দাস, অন্যতম সদস্য কার্তিক ইন্দু, আইনজীবী অভিজিৎ চক্রবর্তী, যমুনামতী সংবাদপত্রের সম্পাদক সরোজকান্তি চক্রবর্তী প্রমুখ। উল্লেখ্য, প্রয়াত বিমলেন্দু চক্রবর্তী বিডিও অফিসের একজন কর্মী ছিলেন। সেই সঙ্গে সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, নাট্যচর্চা ছিল তাঁর নেশা। যমুনামতী সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। এদিন তাঁর সাহিতচর্চার নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন যমুনামতী সংবাদপত্রের সম্পাদক সরোজকান্তি চক্রবর্তী। বক্তারা প্রত্যেকেই এভাবে বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রলয় কুমার দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানে বিমলেন্দু চক্রবর্তীর দুই ছেলে ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুত্রবধূরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সুজিত দাস, যুগ্ম সম্পাদক পার্থ মিত্র, অন্যতম সদস্য অমল পালিত, সঞ্জীব সরকার, তন্ময় বণিক, আশিস কুমার ঘোষ, কমল সাহা, শান্তনু চ্যাটার্জি, গৌতম সমাদ্দার, সাহিত্যিক সফিয়ার রহমান প্রমুখ।

বাণীপুরে শিক্ষক-সাহিত্যিক নারায়ণচন্দ্র পালের স্মরণসভা

সুদিন গোলদার : কবি-সাহিত্যিক, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক তথা শিক্ষক প্রয়াত নারায়ণচন্দ্র পালের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো বাণীপুরে। ১২ এপ্রিল রবিবার বিকালে বাণীপুর আর্ট সোসাইটি এন্ড ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সভাঘরে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহত্তর হাবড়ার পত্র-পত্রিকা ও লেখক-শিল্পীদের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই স্মরণসভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী শান্তনু দত্তচৌধুরী ও নারায়ণবাবুর স্ত্রী হেমপ্রভা পাল। সভায় পৌরহিত্য করেন বাণীপুর আর্ট সোসাইটি এন্ড ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক শিক্ষাবিদ মৃণালকান্তি সরকার। স্বাগত ভাষণ দেন আয়োজক সংগঠনের আহ্বায়ক টুলু সেন।

সভার শুরুতে নীরবতা পালনের পর নারায়ণবাবুর প্রতিকৃতিতে উপস্থিত সকলেই পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ধন্তু বিশ্বাস। প্রয়াত নারায়ণবাবুর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাতসহ স্বরচিত রচনা পাঠ, বক্তব্য ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন গৌরাঙ্গ দাস, তমালকৃষ্ণ বণিক, শ্যামল ব্যাপারী, প্রদীপ মিস্ত্রী, তরুণকুমার দাস, তারাশঙ্কর আচার্য, অরূপকুমার ঘোষ, কাকলি রায়, মন্দিরা চক্রবর্তী, রণজিৎ হালদার, ইলাশ্রী দেবনাথ, দুলালচন্দ্র অধিকারী, মহুয়া পাল, পাঁচুগোপাল হাজরা, অশোককুমার রায়, অরবিন্দ দাস, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, শর্মিলা পাল, ভারতী রায়-বিশ্বাস প্রমুখ।

এদিন সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন গল্পকার বিষ্ণু সরকার ও কবি সুরঞ্জন টিকাদার।

ফর্ম-IV

বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা 'গ্রামবাংলার খবর'-এর
মালিকানা ও অন্যান্য তথ্যাদি বিষয়ক বিবৃতি

১. প্রকাশনার স্থান : ৪৯১/৪, অশোকনগর, পো: অশোকনগর, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২২২
২. প্রকাশকাল : পাক্ষিক
৩. মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম : দিলীপ রায়
ক) জাতি : ভারতীয়
খ) ভারতীয় নাগরিক কিনা : হ্যাঁ
গ) বিদেশি হলে মাতৃভূমির নাম : প্রযোজ্য নয়
৪. ঠিকানা : ৪৯১/৪, অশোকনগর, পো: অশোকনগর, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২২২
৫. সম্পাদকের নাম : দিলীপ রায়
ক) জাতি : ভারতীয়
খ) ভারতীয় নাগরিক কিনা : হ্যাঁ
গ) বিদেশি হলে মাতৃভূমির নাম : প্রযোজ্য নয়
৬. ঠিকানা : ৪৯১/৪, অশোকনগর, পো: অশোকনগর, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২২২
৭. উক্ত পত্রিকার মালিক এবং অংশীদার অথবা শেয়ারহোল্ডার যাঁদের মোট মূলধনের এক শতাংশের বেশি শেয়ার রয়েছে তাঁদের নাম ও ঠিকানা : দিলীপ রায়, ৪৯১/৪, অশোকনগর, পো: অশোকনগর, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২২২।

আমি দিলীপ রায় ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ৫ মার্চ ২০২৬

স্বা: দিলীপ রায়
মুদ্রক ও প্রকাশক

এত খারাপ পার্টি জীবনে আমি দেখিনি, নির্বাচনী জনসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ মমতার

শান্তনু চ্যাটার্জি : 'বিজেপি পার্টির মতো এত খারাপ পার্টি আমি জীবনে দেখিনি।' ১০ এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে বারাসাতে কাছারি ময়দানে এক নির্বাচনী জনসভায় এভাবেই বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন বিধানসভা কেন্দ্র দেগঙ্গা, বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম-এর দলীয় তিন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে এদিন তিনি বলেন, 'আমাদের সাথে একমাত্র মানুষ আছে। আর ওদের সাথে সব এজেন্সি, সব শয়তানগুলো একসাথে জুটেছে। যারা মানুষের নাম কাটে, ভোট কাটে, হাঙ্গামা করে, গুন্ডামি করে, বাংলা বললে অত্যাচার করে, সেই শয়তানগুলো একজায়গায় জুটেছে। আর হয়ে গেছে হ্যাংলা - দখল করতে হবে বাংলা। সারা বছর দেখা নাই, ঝড় হলে দেখা নাই, বন্যা হলে দেখা নাই, হাসপাতালে দেখা নাই, লোক মারা গেলে দেখা নাই, কোনও কিছুতে দেখা নেই, ভোটের সময় উড়ে আসে, আর বসন্তের কোকিলের মতো ডাকে - সুনার বাংলা গড়বে। আর বাংলা ভাষায় কথা বললে মারবে। বিহারে মারবে বিজেপি রাজ্যে আসামে মারবে, উত্তর প্রদেশে মারবে, রাজস্থানে মারবে, উড়িষ্যায় মারবে, আর দিল্লিতে গেলে হোটেল ভাড়া পর্যন্ত দেবে না বাংলায় কথা বললে। বিজেপি পার্টির মতো এত খারাপ পার্টি

আমি জীবনে দেখিনি।' এদিন জনসভায় মমতা আরও বলেন, '....দেশের সব ম্যানেজ করে নিয়েছে। চৈত্র মাসের সেল চলছে। কনশেসন। কিছু পাবার কনশেসন। আর কিছু মানুষের নাম করেছে ডিলিসন। ২৫০ মানুষ মারা গেছে। লজ্জা করে না? আমি একটা সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম, আমি এখনও ক্রস চেক করার টাইম পাইনি। বলেছি পার্টির থেকে চেক করতে। ৬০ লাখ হিন্দুর নাম বাদ গেছে, আর ৩০ লাখ মুসলিম ভাইবোনদের নাম বাদ গেছে। যান দেখে আসুন আপনার জেলায় বাগদা, বসিরহাট, যান দেখে আসুন দেগঙ্গা, যান দেখে আসুন হাবড়া, যান দেখে আসুন গাইঘাটা, যান দেখে আসুন বাগদা - ঢেলে নাম বাদ। অনুপ্রবেশকারী সব তাই না! তোমরা একমাত্র ভারতীয়, আর বাংলায় কথা বলি বলে আমরা বাংলার মানুষ, আমরা দেশের নাগরিক নই। তোমাদের কাছে আমাকে সকাল সন্ধ্যা লাইন দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আমার বাংলার নাগরিকত্ব আছে কিনা? আধার কার্ডের সময় লাইন দেওয়ালে, এসআইআর-এর সময় লাইন দেওয়ালে, কত মানুষ মারা গেল, সুপ্রিম কোর্ট বলল, যাদের অ্যাডজুডিকেশনে নাম বাদ গেছে ট্রিবুনালে নাম তুলতে পারবেন, কই তারপরেই তো ভোটার লিস্টটা ফ্রোজেন হয়ে গেল, বিচারটা মানুষ পাবে কোথায়? পরে যদি কারও নাম ওঠেও তারা ভোট দিতে পারবে তো? এই কোয়েশ্চনটা যেমন আপনার মনে আছে, আমার মনেও আছে। বিজেপির কায়দা, মানুষ মারার ফায়দা..... এই এসআইআর কেন ভোটের দুমাস আগে? তোমাদের সরকার দিল্লিতে, ২০২৪ সালে ভোটার লিস্টে তোমরা জিতেছ, তাহলে প্রধানমন্ত্রীর আগে পদত্যাগ করা উচিত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগে পদত্যাগ করা উচিত, নতুন করে ভোট চাওয়া উচিত। একই লিস্টে তোমার বেলায় অধিকার আর আমার বেলায় বহিষ্কার, এটা তো চলতে পারে না, এই ডিস্ক্রিমেশন কেন? আবার চমকাচ্ছে ধমকাচ্ছে।' তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করছে বলে দাবি করেন মমতা। এদিন তথ্য-সহ রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বেন না। ভোট রক্ষায় লড়াইয়ের বার্তা দেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

সুকুমার মিত্রের তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বিষয়ক গ্রন্থ 'শিরোনামের আড়ালে' প্রকাশ

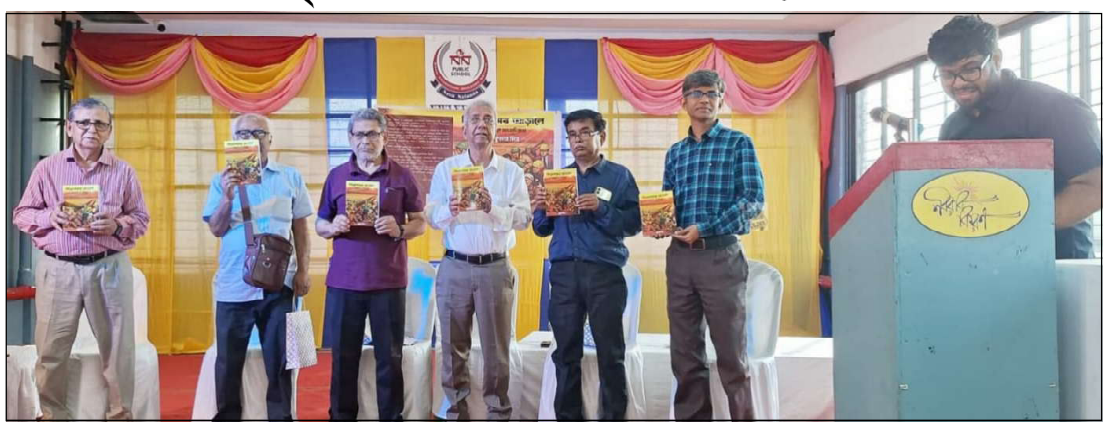

সংবাদদাতা : সিঙ্গুর, হরিপুর, নন্দীগ্রাম, জঙ্গলমহল-সহ রাজারহাটের জমি হাঙরদের নির্মম অত্যাচারের ঘটনার উল্লেখ ও না-বলা কাহিনী নিয়ে দু-মলাটে আত্মপ্রকাশ করলো 'শিরোনামের আড়ালে' শীর্ষক গ্রন্থ। তদন্তমূলক সাংবাদিকতায় রক্তক্ষয়ী সেইসকল প্রকৃত ঘটনার বিবরণী যার বলিষ্ঠ কলমে দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা প্রতিদিন কাঁপিয়ে তুলেছিল, সেই খ্যাতিমান সাংবাদিক সুকুমার মিত্রের লেখা এই গ্রন্থ সাড়ম্বরে প্রকাশিত হলো কলকাতার সাদার্ণ এভিনিউর নবনালন্দা হাইস্কুল অডিটোরিয়ামে। ১৪ মার্চ শনিবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থ। এদিন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাত ধরে এই গ্রন্থ প্রকাশের পর স্বাগত ভাষণ দেন গ্রন্থের লেখক সাংবাদিক সুকুমার মিত্র। এরপর সেই রক্তঝরা লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণী-সহ সুকুমার মিত্রের জীবন পণ রেখে সাংবাদিকতা করার নানা দিক নিয়ে আলোকপাত করেন 'শিরোনামের আড়ালে' গ্রন্থের প্রকাশক গৌতম দাস, অধ্যাপক নবীনানন্দ সেন, ডা. দেবপ্রিয় মল্লিক, অরূপশংকর মৈত্র, ড. কল্যাণ রুদ্র, সাংবাদিক কৃশানু মজুমদার প্রমুখ। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন ঈশান পুরকায়েত।

অভিনব প্রচার, 'তৃণমূলের প্রতিজ্ঞা স্তম্ভ'-এর আবরণ উন্মোচন জ্যোতিপ্রিয়র

ছবি : উৎপল রায়

অমর চক্রবর্তী : ভোটের লড়াইয়ে এবার অভিনব প্রচার। এই প্রচারে প্রতিশ্রুতির স্তম্ভ স্থাপন করে নজির গড়লেন হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। স্রেফ মুখের কথা বা ইস্তাহার নয়, বরং জয়ী হলে আগামী পাঁচ বছর এলাকার জন্য তিনি কী কী কাজ করবেন, তা জনসমক্ষে নিয়ে এলেন। বুধবার হাবড়া দেশবন্ধু রোডের কাছে তাঁর কার্যালয়ের সামনে 'তৃণমূলের প্রতিজ্ঞা স্তম্ভ'-এর আবরণ উন্মোচন করেন তিনি।

এদিন প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহা, উপ-পুরপ্রধান সিতাংশু দাস, শহর তৃণমূল সভাপতি অনুপ দাস-সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব।

মূলত হাবড়া নিয়ে প্রার্থীর আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনার একটি দর্পণ এই প্রতিজ্ঞা স্তম্ভ। এদিন উদ্বোধনের পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাঁর প্রধান লক্ষ্যগুলি তুলে ধরে জানান, হাবড়া হাসপাতালকে সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে এবং ১৫৩ বেডের জেলা হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা হবে। শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে বাওগাছি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় তৈরি হবে 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব'। এছাড়াও হাবড়াবাসীর দীর্ঘদিনের জলনিকাশি সমস্যা মেটাতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে একটি বড় 'মাস্টার প্রজেক্ট'-এর রূপায়ণ করা হবে। বাণীপুরে অবস্থিত রাজ্যের একমাত্র স্পোর্টস স্কুলকে বিশ্বমানের পরিকাঠামোয় ঢেলে সাজানো হবে। 'কলতান'-এর আদলে বাণীপুরে আরও একটি অত্যাধুনিক প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হবে। এছাড়া বদর-সহ বিভিন্ন এলাকাকে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে উন্নত করা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধায়ক অফিসের ঠিক সামনে এই স্তম্ভ স্থাপন করে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আসলে ভোটারদের কাছে নিজের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এদিন তৃণমূল প্রার্থী আরও জানান, হাবড়ার সাধারণ মানুষ যেন প্রতিদিন এই স্তম্ভ দেখে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে তিনি কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা স্তম্ভ-এর আবরণ উন্মোচনের পর তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, 'আগামী পাঁচ বছরে হাবড়ার ভোল পাল্টে যাবে। হাসপাতাল থেকে সুপার মার্কেট; সবই হবে আধুনিক মানের।' এখন দেখার, ভোটের বাক্সে এই 'প্রতিজ্ঞা' কতটা প্রভাব ফেলে। যদিও বিজেপি নেতা পার্থ প্রতিম সরকারের কটাক্ষ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবারে জিতবেন না। তাই তার এই প্রতিজ্ঞা স্তম্ভ ভোটারদের আই ওয়াশ মাত্র।

গ্রামবাংলার খবর

শরৎ সংখ্যা ১৪৩৩

- মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।
- এই সংখ্যায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশে আগ্রহীরা তাঁদের লেখা ডাকে বা ইমেলে পাঠাতে পারেন।
- পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর উল্লেখ থাকা বাধ্যতামূলক।
- লেখাটিকে মৌলিক হতে হবে। কোথাও যেন প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তেমন লেখা পাঠাবেন।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত লেখাও পাঠাবেন না।
- লেখা মনোনীত হলে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

গ্রামবাংলার খবর

৪৯১ সি/৪ অশোকনগর, পো :- অশোকনগর,
জেলা :- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন :- ৭৪৩২২২
Email : diliproy.journalist@gmail.com

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক দিলীপ রায় কর্তৃক ৪৯১/৪ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, সূচক - ৭৪৩২২২ থেকে প্রকাশিত এবং আয়েষা প্রিন্টার্স, মালিয়াকুড়, বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত। দূরভাষ ঃ ৭৬৭৯৫২০৩৫০/৯৭৪৮২৮২৯৮৭, ই-মেল ঃ diliproy.journalist@gmail.com **সম্পাদক ঃ দিলীপ রায়**
RNI NO - WBBEN/1999/1256